IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(CIVIL REVISIONAL JURISDICTION)

Present:

Mr. Justice Zafar Ahmed

Civil Revision No. 1557 of 2020

Principal, Sokina Azahar Technical College and Secretary, Managing Committee

Petitioner

-Versus-

Dhali Rabiuzzaman Khan and others

Opposite parties

Mr. Sheikh Awsafur Rahman, with
Mr. Eishith Monzul Shohiny, Advocates

...For the petitioner

Mr. Sherder Abul Hossain, Advocate

... For the opposite party No. 1

Heard on: 25.02.2025 and 02.03.2025
Judgment on: 17.03.2025

Opposite Party No. 1 Dhali Rabiuzzaman Khan as plaintiff filed Title Suit No. 71 of 2009 for declaration and mandatory injunction in the Court of Assistant Judge, Fakirhat, Bagerhat impleading the present petitioner Principal, Sokina Azahar Technical College and Secretary, Managing Committee of the said college situated at Fakirhat, Bagerhat and others as defendants praying for a declaration that the letter dated 29.10.2007 signed by the Chairman of the Managing Committee of College dismissing the plaintiff from service

is illegal, for reinstatement in the service and for arrear salary. The suit was decreed on contest against the defendant No. 2 (present petitioner), vide judgment and decree dated 21.04.2011 (decree signed on 28.04.2011).

Challenging the judgment and the decree, defendant No. 2 Principal of the College filed Title Appeal No. 75 of 2011 before the Court of learned District Judge, Bagerhat which was heard and disposed of on 21.01.2013 (decree signed on 28.10.2013) by the Joint District Judge, 1st Court, Bagerhat dismissing the appeal. The defendant No. 2 preferred Civil Revision No. 79 of 2014 before the High Court Division. The Rule issued in the civil revision was made absolute, vide judgment and order dated 31.01.2019 and the judgment and decree passed by the appellate Court below were set aside. The appeal was sent back on remand to the appellate Court below directing the appellate Court to exhibit a document dated 21.10.2007 and to dispose of the appeal afresh upon due consideration of the said document.

The defendant No. 2 (Principal of the College) produced the photocopy of the document dated 21.10.2007 before the appellate Court below and the same was marked as exhibit-Da (ঙ). However, after consideration of the document dated 21.10.2007 (ext. Da) and other evidence on record, the appellate Court below dismissed the appeal, vide judgment and order dated 11.03.2020 (decree signed on

18.03.2020). Challenging the same, the Principal of the College filed the instant revision and obtained Rule on 22.09.2020.

The plaintiff-opposite party No. 1 has contested the Rule.

The plaintiff was appointed as a lecturer in the computer department at Sokina Azahar Technical College in 2001. The plaintiff was enlisted in the MPO. Following a departmental proceedings, the plaintiff was dismissed from the service on 29.10.2007.

In this case, the applicable law is "বেসরকারি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (শিক্ষক ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯৬" (in short, the Regulations, 1996). Admittedly, the plaintiff was placed under suspension on various allegations on 17.06.2006. He was served the formal show cause notice on 18.07.2006. The main allegation against the plaintiff was that he was not punctual in attending the college. A 3-member inquiry committee was formed as per the Regulations, 1996. The committee submitted its report dated 12.08.2007 (the date was wrongly mentioned in the trial Court judgment as 26.07.2007). Both the Courts below concurrently found that the college authority did not serve 2nd show cause notice upon the plaintiff. The Courts below further found that the plaintiff was not given the copy of the inquiry committee report. Serving 2nd show cause notice and furnishing the inquiry committee report upon the person facing departmental proceedings which may lead to imposition of major penalty are

mandatory under clauses 5 and 6 of regulation 32 of the Regulations, 1996. On this ground, the plaintiff succeeded in both the Courts below.

It is argued on behalf of the College that 2nd show cause notice dated 25.09.2007 [exhibit-cha(ছ)] was served upon the plaintiff. In this regard, the appellate Court below observed:

> "বিবাদীপক্ষ তার দাবীর সমর্থনে প্রদর্শনী ঝ এবং ঞ চিহ্নিত অভিযোগ ও তদন্ত প্রতিবেদন এর ফটোকপি আদলতে দাখিল করেন। একই সাথে প্রদর্শনী ছ চিহ্নিত বিগত ইং ২৫.৯.২০০৭ তারিখের ২য় কারন দর্শানো নোটিশের ফটোকপি আদালতে দাখিল করেন। কিন্তু উক্ত অভিযোগপত্র, তদন্ত প্রতিবেদন ও ২৫.৯.২০০৭ তারিখের ২য় কারন দর্শানোর নোটিশ বাদীকে প্রেরন করেছেন বিষয়টি প্রমানের নিমিত্বে কোন প্রমানপত্র আদালতে উপস্থাপন করেন নাই। তন্মর্মে কোন ডাক রশিদ বা পিওন বই বা বাদী কর্তৃক প্রদত্ত কোন প্রাপ্তি স্বীকারপত্র আদালতে উপস্থাপিত হয় নাই। তন্মর্মে আদালতে কোন মৌখিক সাক্ষ্যও প্রদান করা হয় নাই। তাছাড়া তর্কিত ২য় কারন দর্শানোর নোটিশের ফটোকপি পর্যালোচনায় দেখা যায় উহাতে প্রাপক হিসাবে বাদীকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উক্ত নোটিশটি সম্পাদন করেছেন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি। উক্ত নোটিশে কোন স্মারক নম্বর উল্লেখ নাই। উক্ত বিষয়ে তর্কিত কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফরহাদ হোসেন ডি.ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান কালে জেরাতে উল্লেখ করেন যে, ঢাকা হতে চেয়ারম্যান সাহেব বাদীকে উহা পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ তার্কিত ২য় কারন দর্শানোর নোটিশটি বিধি সম্মতভাবে বর্ণিত কলেজের স্মারক নং ও তারিখ উল্লেখে বাদী বরাবরে প্রেরণ করা হয় নাই। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত উক্ত বিষয়গুলি উল্লেখে ২য় কারন দর্শানো নোটিশটি যথাযথভাবে বাদীকে প্রদান করা হয় নাই মর্মে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন উহার সাথে অত্র আদালত সম্পূর্ন একমত। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের উক্ত সিদ্ধান্তে হস্তাক্ষেপের আইন সংগত কোন কারন নেই।"

In respect of the document dated 21.10.2007 which was marked as exhibit-Da (ড) pursuant to the order of the High Court Division, the appellate Court below observed:

> "বিবাদীপক্ষ দাবী করেন বাদী ইং ০৫.১০.০৭ এবং ইং ২৫.৯.০৭ তারিখের নোটিশ প্রাপ্তির বিষয়, উল্লেখে ইং ২৯.১০.২০০৭ তারিখে লিখিত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কলেজ ম্যানেজিং কমিটির বিবেচনায় উহা গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় ইং ২৯.১০.০৭ তারিখের চিঠিতে বাদীকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। বিবাদীপক্ষ উক্ত বিষয়টি প্রমানের নিমিত্তে ইং ২৯.১০.০৭ (the date is wrongly mentioned as 29.10.2007. Correct dated is 21.10.2007) তারিখে বাদী কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনার চিঠির ফটোকপি আদালতে উপস্থাপন করেন। যাহা প্রদর্শনী-ড চিহ্নিত হয়। উক্ত ক্ষমা প্রার্থনার চিঠিটি আদালতে প্রদর্শনী চিহ্নিত করেন তর্কিত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ডি.ডব্লিউ-৪ শেখ মিজানুর রহমান। বাদীপক্ষ উক্ত ক্ষমাপ্রার্থনার দরখাস্তটি অস্বীকার করে ডি.ডব্লিউ-৪ কে সাজেশন প্রদান করেন। অর্থাৎ উক্ত ক্ষমাপ্রার্থনার দরখাস্তটি বাদীপক্ষ অস্বীকার করেন। ডি. ডব্লিউ-৪ উক্ত বিষয়ে তার জেরাতে উল্লেখ করেন তিনি নালিশী কলেজে ২০০৫ সালে যোগদান করেন। ক্ষমা প্রার্থনার দরখাস্তের যে ফটোকপি তিনি প্রদর্শনী চিহ্নিত করেন তার মূলকপি তিনি কখনও দেখেননি। বাদী এবং তিনি একই সাথে নালিশী কলেজের শিক্ষকতা করেছেন। বাদী ঐ দরখাস্তটি দেয় কিনা সে বিষয় তার জ্ঞান নেই। বাদীর দাখিলী ২১.১০.০৭ তারিখের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে রেজুলেশন হয়েছে কিনা তা তার দেখা হয়নি। এই কেসের পর তিনি বাদীর ক্ষমা চাওযার দরখাস্তের কথা শুনেছেন। অত্র সাক্ষী ঘটনার পূর্ব হতে নালিশী কলেজে কর্মরত থাকায় বাদী তার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষিতে ক্ষমা চেয়ে ম্যানেজিং কমিটি বরাবরে দরখাস্ত দিয়ে থাকলে তা অবশ্যই অত্র সাক্ষীর জানার কথা এবং বর্তমান অধ্যক্ষ হিসেবে উক্ত দরখাস্তের মূল কপি দেখারও কথা। নালিশী কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ তার অত্র সাক্ষীর মামলার পরে বাদী কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনার দরখাস্তের কথা শোনার অর্থ হচ্ছে উক্ত ক্ষমা প্রার্থনার দরখাস্তটি পরবর্তীতে সৃজিত। তাছাড়া বাদী উক্ত ক্ষমা প্রার্থনার দরখাস্তটি অস্বীকার করায় বিবাদীপক্ষ উক্ত দরখাস্তে বাদীর স্বাক্ষর হস্তরেখা বিষারদ দ্বারা পরিক্ষার প্রার্থনা করতে পারতেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষ তা করেন নাই। এমনকি ২১.১০.২০০৭ তারিখের বাদী কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনার চিঠির মূলকপি কোথায় তার

কোন ব্যাখ্যাও বিবাদীপক্ষ প্রদান করেননি। কাজেই বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাবীকৃত ইং ২১.১০.০৭ তারিখের বাদী কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনার দরখাস্তটি আদালতে প্রমানিত হয় নাই।"

Section 103 of the Evidence Act provides that the burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that proof of that fact shall lie on any particular person. In this case, the plaintiff denied his signature contained in the letter dated 21.10.2007 and claimed that the same was forged. Therefore, as per provisions of Section 103 of the Evidence Act, the burden lied on the plaintiff to disprove the signature by examining the same by a handwriting expert. The burden does not lie on the defendant. Therefore, the appellate Court below was wrong in its observation in shifting the burden of proof/disproof on the defendant. Apart from this observation, I concur with the rest of the findings and observations made by the appellate Court below.

I have gone through the LCR and examined the documents marked as exhibits. I find no reason to interfere with the concurrent findings of the Courts below on question of facts as to non-service of 2nd show cause notice and non-service of the inquiry report which are mandatory requirements under the Regulations, 1996.

It has been argued before me that regulation 37 of the Regulations, 1996 provides a provision for appeal before the Board

but the plaintiff filed the suit without filing statutory appeal before the Board and as such, the suit was not maintainable. This point of law was raised before the appellate Court below. The learned Judge of the appellate Court observed:

> "বিবাদীপক্ষ আরও দাবী করেন বেসরকারী কারিগারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (শিক্ষক ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধান মালা ১৯৯৬ অনুযায়ী প্রদত্ত যে কোন সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে উক্ত আইনের ৩৭ বিধি মোতাবেক নির্ধারিত বোর্ডে আপিল করার সুযোগ থাকা স্বত্বেও বাদীপক্ষ তা না করে দেওযানী আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করায় বাদীপক্ষের মোকদ্দমা আইনত অচল। উক্ত প্রবিধান মালার ৩৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন শিক্ষক বা কর্মচারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবিধান ২৯ এ উল্লেখিত যে কোন দন্ডের বিরুদ্ধে উক্ত দন্ড প্রদানের আদেশ দানের অনুর্ধ ৩০ দিনের মধ্যে বোর্ডের নিকট আপিল করতে পারবেন। অর্থাৎ ৩৭ বিধিতে দন্ডপ্রাপ্ত শিক্ষক বা কর্মচারীকে বোর্ডের নিকট আপীল করার অধিকার দেয়া হয়েছে মাত্র। উক্ত বিধিতে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারকে কোন ভাবেই খর্ব করা হয়নি। বর্নিত প্রবিধানমালার কোন বিধান মোতাবেক যে কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে প্রতিকার প্রার্থী হওয়া যাইবে না এরুপ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বাধা সম্বলিত প্রবিধান না থাকায় অত্র প্রবিধানমালার আওতায় গঠিত কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অত্র প্রবিধান মালার আলোকে গৃহীত যে কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত আইনসংগত উপায়ে গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা দেখার এখতিয়ার দেওযানী আদালতের রয়েছে। দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ ধারায় বর্নিত বিধান এর অধিক্ষেত্র অবারিত ও অসিম। বর্নিত প্রবিধানমালার এইরুপ অধিক্ষেত্রকে বারিত না করায় তর্কিত কার্যধারাটি আইনানুগ উপায়ে গৃহীত হয়েছে কিনা তা দেখার অধিকার দেওযানী আদালত হিসাবে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের এবং অত্র আদালতের রয়েছে। কাজেই মামলাটি অচল মর্মে বিবাদী আপিলকারীপক্ষের আনিত বক্তব্য বা যুক্তি আইনানুগ না হওয়ায় তা অগ্রহণযোগ্য। ফলে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত যে ফাইন্ডিংস এর আলোকে বাদীপক্ষের অনুকুলে ডিক্রি প্রদান করেন তার সাথে অত্র আপিল আদালত একমত পোষন করেন।"

I find that the above quoted reasons given by the appellate Court below are based on proper appreciation of law and as such, non-

compliance of regulation 37 does not operate as a bar in seeking redress in the civil Court.

It is stated in the supplementary affidavit filed by the petitioner (defendant No. 2) that the plaintiff-opposite party No. 1 joined Parkumar Khali High School, Morolganj, Bagerhat as Assistant Teacher of Mathematics on 08.10.2011 and since then the plaintiff has been employed in the said school. The plaintiff was enlisted in the MPO of the said school on 01.11.2012. In support of the statements, relevant documents have been annexed as annexure-A, A1 and A2. Learned Advocate appearing for the petitioner (defendant No. 2 Principal of the College) submits that since the plaintiff is employed in another school and he is enlisted in the MPO under the said school the plaintiff cannot be reinstated in service with arrear salary and thus, the decree has become infructuous.

The relevant portion of the decree of the trial Court runs as follows:

> "অত্র মোকদ্দমাটি ২ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অন্যান্য বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় বাদীর অনুকূলে ডিক্রী হয়। এতদ্বারা বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলাধীন সাকিনা আজহার টেকনিক্যাল কলেজের চেয়ারম্যান কর্তৃক ইং ২৯-১০-০৭ তারিখের স্বাক্ষরিত বাদীর চাকুরীচ্যুতি সংক্রান্ত চিঠি বেআইনী মর্মে ঘোষণা দেওয়া হল। বাদীকে স্বপদে পূনর্বহাল করার জন্য এবং বাদীর আইনানুগ প্রাপ্য সকল বকেয়া বেতন ভাতা আগামী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তাকে প্রদানের জন্য বিবাদীদের বিরুদ্ধে ম্যান্ডেটরী নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হল। অন্যথায় বাদী আইনানুগভাবে তা আদায় করে নিতে পারবেন।"

In my view, the decree has not become infructuous. The plaintiff was dismissed from the service of the College unlawfully in violation of the Regulations, 1996. Therefore, subsequent employment in another school does not render the decree infructuous. However, while calculating the arrear salary the concerned authority shall take into account the subsequent employment of the plaintiff as evidenced from annexure-A to A2 in accordance with law.

In the result, the Rule is discharged. The impugned judgment and decree are affirmed.

Send down the L.C.R.

Arif, ABO